দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY 19 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিবির-ছাত্র লীগ মুখোমুখি ঃ সহস্রাধিক পুলিশ মোতায়েন

আবারো সংঘর্ষ ঃ চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাস রণাঙ্গন হয়ে উঠতে পারে

আবদুল মালেক ॥ শিবির নেতা জোবায়ের হত্যাকাণ্ডের পর বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রক্তক্ষয়ী রণাঙ্গনে রূপ নেয়ার উপক্রম। সশস্ত্র মহড়া চলছে দুই বিরোধী শক্তি ইসলামী ছাত্র শিবির ও মুজিববাদী ছাত্র লীগের মধ্যে। গতকাল ক্যাম্পাসে দুই পক্ষের মধ্যে আরো একদফা সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল এসপি অফিস ও ভিসি অফিস ঘেরাও করার পর আগামী ২২ মে থেকে লাগাতার বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিবির। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র ঐক্য ব্যানারে গতকাল ছাত্র লীগ পাল্টা কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী নিয়ে দক্ষিণ ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগ ও উত্তর ক্যাম্পাসে শিবির মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে পারে যে কোন সময়। ক্যাম্পাসের কোন কোন সূত্র ধারণা করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি আবাসিক হল ক্যাম্পাস বর্তমানে এক প্রকার অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। বিবদমান দুই বিরোধী শক্তি দূরদূরান্ত থেকে তাদের খ্যাতনামা পাহলোয়ানদের ক্যাম্পাসে আহবান করেছে। যে কোন আকস্মিক হামলা ঠেকাতে সহস্রাধিক পুলিশ বাহিনীর একটি বিরাট বহরও ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এই অবস্থায় দুই সংগঠনের যুদ্ধংদেহী অবস্থান সংশ্লিষ্ট মহলকে শংকিত করে তুলেছে। ইতোমধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে নিজ নিজ ঠিকানায়।

ক্যাম্পাস থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল দুপুর ১টায় শিবির-ছাত্র লীগের পরস্পরবিরোধী মিছিল সোহরাওয়ার্দী হল মোড় অতিক্রম করার সময় পরস্পরবিরোধী উস্কানিমূলক শ্লোগান দিলে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল বিনিময় চলে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শিবির নেতা জোবায়ের হত্যার বিচার দাবীতে গতকাল ছাত্র শিবির ভিসি অফিস ও এসপি অফিস ঘেরাও করে স্মারকলিপি দিয়েছে। প্রদত্ত স্মারকলিপিতে আগামী ২০ মে'র মধ্যে খুনীদের গ্রেফতারসহ শাহজালাল, আমানত হল ও সংলগ্ন কলেজ থেকে অস্ত্র উদ্ধারের দাবী জানানো হয়। এছাড়া ক্যাম্পাস থেকে পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ প্রত্যাহার এবং ছাত্র লীগের হামলা ও ভাঙচুরে আহত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ এবং নিহত ছাত্র জোবায়েরের পিতামাতাকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানানো হয়। অন্যথায় ২২ মে থেকে ভার্সিটি অবরোধ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সভাপতি মুজিবুর রহমান মজুর নেতৃত্বে ভিসিকে এবং মহানগর

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

আবারো সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি মেজবাহুল কবিরের নেতৃত্বে এসপিকে উক্ত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এদিকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র ঐক্য গতকাল চাকসুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আলাওল, এফ রহমান ও সোহরাওয়ার্দী হল থেকে অস্ত্র উদ্ধারসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী করেছে। এছাড়া তারা জোবায়েরসহ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ছাত্র লীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী। এ সময় ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সমিতির বক্তব্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সভায় অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র জোবায়ের হত্যাকাণ্ডসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গতকাল (মঙ্গলবার) সমিতির সভাপতি ডঃ মঞ্জুর মোরশেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জোবায়ের হত্যার নিন্দা ও হলে হলে ভাঙচুরের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় নিহত ছাত্রের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।